দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ৪১৪ জন করোনায় আক্রান্ত

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ৪১৪ জন করোনায় আক্রান্ত

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে আরও ৪১৪ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়।

করোনার আঘাত ৫৭ জেলায়

দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে মঙ্গলবার পর্যন্ত ৫৭টিতে করোনাভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ২১ জেলায় সংক্রমণ হয়েছে নারায়ণগঞ্জ থেকে যাওয়া লোকজনের মাধ্যমে। আর নারায়ণগঞ্জে সংক্রমণ হয়েছে ইতালি ফেরত প্রবাসীর মাধ্যমে।

এদিকে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে চলতি মাসে রাজধানীর ৮০৪টি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। বাড়িগুলো ৪১টি থানার ২২১টি এলাকায় অবস্থিত।

মঙ্গলবার পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিভাগের রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি, বরিশাল বিভাগের ভোলা, রাজশাহী বিভাগের নাটোর এবং খুলনা বিভাগের ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা ও মেহেরপুরে করোনা রোগী শনাক্ত হয়নি।

সূত্র জানায়, লকডাউন করা বাড়িগুলো যেসব এলাকায় অবস্থিত, সেগুলো হচ্ছে: রাজধানীর হাজারীবাগ ধানার ৯টি এলাকা, নিউমার্কেট থানার একটি, রমনা থানার ৪টি, কলাবাগান থানার ৫টি, ধামনণ্ডি ধানার একটি, লালবাগ থানার ১৫টি, চকবাজার থানার ৬টি, কোতোয়ালি থানার ১৯টি, সূত্রাপুর থানার ১২টি, কামরাঙ্গীরচর থানার একটি, বংশাল থানার ৫টি, ওয়ারী থানার ১৩টি, যাত্রাবাড়ী থানার ১৮টি, কদমতলী এলাকার ৪টি, শ্যামপুর থানার ৬টি, গেণ্ডারিয়া থানার ১০টি, ডেমরার ৪টি,

মতিঝিলের ৩টি, সবুজবাগের ৩টি, পল্টনের দুটি, মুগদার ৪টি, খিলগাঁওয়ের ৩টি, শাহজাহানপুরের ৭টি, হাতিরঝিলের ২টি, তেজগাঁওয়ের ২টি, আদাবরের ২টি, মোহাম্মদপুরের ৬টি, তেজগাঁও শিল্প এলাকার ৩টি, মিরপুরের ১৪টি, দারুসসালামের ৪টি, কাফরুলে ৩টি, রূপনগরের ২টি, পল্লবীর ৬টি, শাহআলীর ১টি, বাড্ডার ১০টি, ভাটারার ১টি, গুলশানের ২টি, খিলক্ষেতে ১টি, উত্তরা পুব-এর একটি, উত্তরা পশ্চিম-এর ৪টি এবং তুরাগ থানার একটি এলাকা।
নারায়ণগঞ্জ থেকে যেভাবে বিস্তার: টাঙ্গাইলে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় ৮ এপ্রিল। ৪৭ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির বাড়ি মির্জাপুর উপজেলার বৈরাগী ভাওড়া পশ্চিমপাড়া এলাকায়। শনাক্ত হওয়ার তিন দিন আগে তিনি নারায়ণগঞ্জ থেকে মির্জাপুরের বাড়িতে যান।

লোকটি নারায়ণগঞ্জে একটি ক্লিনিকে চাকরি করতেন। গত ১৯ এপ্রিল সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে জেলার প্রথম করোনাভাইরাস আক্রান্ত শনাক্ত হয়। তিনি নারায়ণগঞ্জ থেকে উপসর্গ নিয়ে নিজের এলাকায় যান। পরে তার নমুনা সংগ্রহ করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে পাঠানো হলে করোনা পজিটিভ পাওয়া যায়।

নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা ব্যক্তির মাধ্যমে হবিগঞ্জ জেলায় সংক্রমণ হয়। ১১ এপ্রিল তার করোনা পজিটিভ হওয়ার তথ্য নিশ্চিত হয়। লালমনিরহাটে প্রথম করোনা পজিটিভ হয় সদর উপজেলায় গোকুণ্ডা ইউনিয়নের গুড়িয়া দহগ্রামের এক বাসিন্দার। তিনি নারায়ণগঞ্জে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন।

শনাক্ত হওয়ার তিন দিন আগে ৮ এপ্রিল তিনি নারায়ণগঞ্জ থেকে বাড়িতে আসেন। তার করোনার উপসর্গ দেখা দিলে নমুনা সংগ্রহ করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। দিনাজপুর জেলায় প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় ১৪ এপ্রিল। একইদিন জেলার তিনটি উপজেলার ৭ জন করোনা শনাক্ত হয়।

চাঁদপুরে প্রথম করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিটি নারায়ণগঞ্জ থেকে যাওয়া। ওই ব্যক্তি করোনা উপসর্গ নিয়ে লকডাউনের মধ্যে ৫ এপ্রিল নৌপথে চাঁদপুরের মতলব উত্তর থানায় শ্বশুরবাড়িতে যান। পরে শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হলে ৯ এপ্রিল তার করোনা শনাক্ত হয়।

পিরোজপুরে প্রথম করোনা পজিটিভ পাওয়া যায় মঠবাড়িয়ার এক ব্যক্তির। লকডাউনের মধ্যে তিনি ১০ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ থেকে

পিরোজপুর যান। ফরিদপুর প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় ১২ এপ্রিল। আক্রান্ত ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জ থেকে যাওয়া। তিনি নারায়ণগঞ্জ থেকে ফরিদপুরের নগরকান্দা গেলে তার করোনা উপসর্গ দেখা দেয়।

পরে পরীক্ষার পজিটিভ আসে। পাবনায় প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় ১৬ এপ্রিল। ৩২ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি চাটমোহর উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের বাসিন্দা। তিনি নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় টাইলস মিস্ত্রির কাজ করতেন। ওই ব্যক্তি ৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ থেকে পাবনায় গ্রামের বাড়িতে এসে জ্বর, ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হন।

নরসিংদীতে প্রথম করোনা চিহ্নিত ব্যক্তির বাড়ি জেলার পলাশ উপজেলার ইসলামপাড়া গ্রামে। মুফতি শামীম মিয়া নারায়ণগঞ্জের একটি গার্মেন্টে চাকরি করতেন। তিনি ওই গার্মেন্টের মসজিদে ইমামতিও করতেন। করোনা উপসর্গ দেখা দিলে তিনি নিজেই ৫ এপ্রিল ঢাকার বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পরীক্ষা করান।

পরদিন করোনা পজিটিভ জানতে পারেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম করোনাভাইরাসে সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্ত হয় ২০ এপ্রিল। জেলা শহরের পৌর এলাকার দক্ষিণ চরমোহনপুর এলাকার ওই ব্যক্তি ১৫ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ থেকে এলাকায় আসেন। ওই সময় তার কোনো উপসর্গ ছিল না।

তবে, নারায়ণগঞ্জ ফেরত হওয়ায় ওইদিনই তার নমুনা সংগ্রহ করে রাজশাহী পাঠানো হলে পজিটিভ আসে। বান্দরবানে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয় ১৫ এপ্রিল। জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের তুমব্রু কোনারপাড়া এলাকার ওই বাসিন্দা কয়েকদিন আগে নারায়ণগঞ্জ থেকে তাবলিগ করে আসেন। আক্রান্ত ওই ব্যক্তির বয়স ৫৯ বছর।

রংপুরে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার এক যুবকের। রংপুর মেডিকেলে নমুনা পরীক্ষা করলে গত ৮ এপ্রিল তার করোনা পজিটিভ হয়। এর আগে ওই যুবক নারায়ণগঞ্জে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ঠাকুরগাঁওয়ে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় ১১ এপ্রিল।

এ জেলায় একই দিনে তিনজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়। এদের মধ্যে দু’জনের বাড়ি হরিপুর উপজেলার। অন্য একজনের বাড়ি পীরগঞ্জ উপজেলায়। নড়াইল জেলায় প্রথম করোনা শনাক্ত হয় ১৩ এপ্রিল। জেলার লোহাগড়া উপজেলায় শনাক্ত হওয়া ওই ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জে বসবাস করতেন।

তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করতেন। পটুয়াখালীতে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় ৯ এপ্রিল। বরিশাল বিভাগের মধ্যেও এটি প্রথম শনাক্ত হওয়া করোনা রোগী। তিনি নারায়ণগঞ্জে গার্মেন্ট কারখানায় চাকরি করতেন।

করোনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার আগে তিনি মারা যান। ঝালকাঠিতে ১২ এপ্রিল প্রথম তিনজনের করোনা শনাক্ত হয়। তারা তিনজনই একই পরিবারের। স্বামী-স্ত্রী ও তাদের শিশুসন্তান। সম্প্রতি তারা নারায়ণগঞ্জ থেকে ঝালকাঠি যান। নওগাঁর প্রথম করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিও নারায়ণগঞ্জ ফেরত।

আত্রাই উপজেলার এই বাসিন্দার ২০ এপ্রিল কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়ে। এ ব্যক্তি গত ৯ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ থেকে বাড়ি আসেন। পরে পরীক্ষার ফলাফলে তার নাম নিয়ে বিভ্রান্তি হওয়ায় আবারও পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠানো হয়। রাজশাহী জেলায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় ১২ এপ্রিল।

তার বাড়ি পুঠিয়া উপজেলার ঝলমলিয়া বগুড়াপাড়ায়। কয়েকদিন আগে ওই ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জ থেকে একটি ট্রাকে করে রাতের আঁধারে বাড়ি ফেরেন। জয়পুরহাটে প্রথম করোনা শনাক্ত হয় ১৪ এপ্রিল। ওইদিন জেলার দু’জনের করোনা পজিটিভ পাওয়া যায়।

আক্রান্তদের বাড়ি জেলার কালাই উপজেলায়। আক্রান্তরা সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ থেকে সেখানে যান। গাজীপুর জেলার প্রথম করোনা রোগীও নারায়ণগঞ্জ থেকে সংক্রমিত হয়েছেন।

অন্যান্য জেলার প্রথম আক্রান্তের মধ্যে পঞ্চগড়, জামালপুর, লক্ষ্মীপুর, কুড়িগ্রাম ও ফেনীতে ঢাকা থেকে যাওয়া লোকজনের মাধ্যমে ছড়িয়েছে। এ ছাড়া কয়েকটি জেলায় আক্রান্ত হয়েছে প্রবাসীদের মাধ্যমে। কয়েকটি হয়েছে গাজীপুর থেকে। এর বাইরে অন্য জেলার সংক্রমণের উৎস নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

চলতি মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের সব জেলা প্রশাসকের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন। এ সময় বেশিরভাগ জেলা থেকেই তাদের এলাকায় করোনা ছড়ানোর জন্য ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জকে দায়ী করা হয়।

আইইডিসিআর থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২১ এপ্রিল পর্যন্ত করোনায়

ঢাকা বিভাগে আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৪৫২ জন। এ বিভাগটিতেও আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক। আর করোনার প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে কম খুলনা বিভাগে। মোট আক্রান্তের ৭২.৫ শতাংশই এ বিভাগে।

ঢাকা বিভাগের আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকা মহানগরীতে এক হাজার ২২৯ জন (৩৬.৩৪ শতাংশ) এবং জেলাগুলোয় এক হাজার ২২৩ জন (৩৬.১৬ শতাংশ)। এ ছাড়া অন্য বিভাগগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে ১২৫ জন (৩.৭০ শতাংশ), সিলেট বিভাগে ১৮ জন (০.৫৩ শতাংশ), রংপুর বিভাগে ৫২ জন (১.৫৪ শতাংশ), খুলনা বিভাগে ৯ জন (০.২৭ শতাংশ), ময়মনসিংহ বিভাগে ৯৯ জন (২.৯৩ শতাংশ), বরিশাল বিভাগে ৬৫ জন (১.৯২ শতাংশ) এবং রাজশাহী বিভাগে ২১ জন (০.৬২ শতাংশ)। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনায় ২৪ ঘণ্টায় ১০ মৃত্যুর, সাতজনই ঢাকার

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে আরো ৩৯০ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের (কভিড-১৯) সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকায় সর্বাধিক করোনা সংক্রমিত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় ১০ মৃত্যুর সাতজনই ঢাকার বলে জানানো হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে রাজধানী মহাখালীর ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এমআইএস) বিভাগের মিলনায়তনে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান।

গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হওয়া সাতজন ঢাকার এবং বাকিদের মধ্যে ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ এবং টাঙ্গাইল জেলায় একজন করে রয়েছেন বলে জানান তিনি।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় মৃতদের মধ্যে পুরুষ সাতজন ও মহিলা তিনজন।

ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, ‘আমাদের ৬৪ জেলার মধ্যে ৫৫টি জেলায়ই

আমরা কোভিড আক্রান্ত বা সংক্রমিত ব্যক্তি পেয়েছি। এবং ঢাকা সিটির মধ্যে এখনো অনেক বেশি। ঢাকা ডিভিশনের মধ্যে বেশি।’

দেশের মোট করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকা বিভাগেই ৭৩ শতাংশ জানিয়ে তিনি বলেন তার প্রায় অর্ধেক ঢাকা শহরে এবং বাকিরা ঢাকার অন্যান্য জেলায়।

তিনি বলেন, নারায়ণগঞ্জে মোট আক্রান্ত হলো ৪৯৯ জন, যার মধ্যে সিটির মধ্যে ৩৬৪ জন।

তিনি বলেন নারায়ণগঞ্জে এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন ৩৫ জন, সুস্থ হয়েছেন ১৬ জন। নারায়ণগঞ্জে কোয়ারেন্টিনে ছিলেন মোট ৬৮১ জন। এর মধ্যে কোয়ারেন্টিন মুক্ত হয়েছেন ৫৯৮ জন। বর্তমানে কোয়ারেন্টিনে আছেন ৮৩ জন।

তিনি বলেন, নারায়ণগঞ্জের পরে পরবর্তী জেলা হলো গাজীপুর। তারপরে কিশোরগঞ্জ এবং নরসিংদী। এই ঢাকা ডিভিশনেই আমাদের প্রায় ৭৩ শতাংশ রোগী। এর অর্ধেক প্রায় ঢাকা সিটির এবং বাকিরা অন্যান্য জেলার।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টা সময়ে দেশে মৃত্যু হয়েছে আরো ১০ জনের। এ নিয়ে দেশে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ৩ হাজার ৭৭২ জনে। মোট মৃত্যু ১২০।

নতুন করে গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছে আরো পাঁচজন। এ নিয়ে দেশে করোনাভাইরাস থেকে মোট সুস্থ হলেন ৩৭৭২ জন।

বাড়ি ভাড়া মওকুফের সিদ্ধান্ত না আসায় আমরণ অনশন অব্যাহত

করোনা পরিস্থিতিতে ভর্তুকি দিয়ে বাড়ি ভাড়া মওকুফের সরকারি সিদ্ধান্ত না আসায় দ্বিতীয় দিনেও অনশন অব্যাহত রেখেছে নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবি। ভর্তুকি দিয়ে বাড়ি ভাড়া মওকুফের দাবিতে সমাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদীর নেতৃত্বে আমরণ অনশন গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯ টা থেকে শুরু

হয়।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কর্মসূচিত্বে বিভিন্ন অসঙ্গতির প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, বাংলাদেশ মেস সংঘের মহাসচিব আয়াতুল্লাহ আকতার, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াজেদ রানা, রাজনীতিক আবুল হোসেন, জাতীয় সাংস্কৃতিক ধারার সহ-সাধারণ সম্পাদক কণ্ঠশিল্পী মো. শরীফ প্রমুখ।

এসময় মোমিন মেহেদী তার বক্তব্যে বলেন, নতুন প্রজন্ম বায়ান্নতে রক্ত দিয়েছে, একাত্তরে রক্ত দিয়েছে প্রয়োজনে এখনো রক্ত দিবো কিন্তু জনগণের অধিকার আদায়ে রাজপথ ছাড়বো না। যতক্ষণ না প্রধানমন্ত্রী বাড়ি ভাড়া সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ নেবেন ততক্ষণ অনশন চলবেই।
উল্লেখ্য, এরই মধ্যে টানা ২ দিনের অনশনে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানাসহ ৩ জন নেতাকর্মী। সূত্র- বাংলাদেশ প্রতিদিন

হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলায় ঢাকা ফেরত এক ব্যক্তির আত্মহত্যা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে মোঃ আলাল (৫০) নামে ঢাকা ফেরৎ এক ব্যক্তিকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলায় আত্মহত্যা করেছে। নিহত মোঃ আলাল চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার ধাইনগর ইউনিয়নের চৈতন্যপুর গ্রামের মৃত মুন্তাজ মন্ডলের ছেলে।

মঙ্গলবার রাতের কোন একসময় সবার অজান্তে বাড়ির পাশে আমগাছে মাফলার পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকার মিরপুর থেকে বাড়ি আসেন আলাল। এ খবর পাবার পর এলাকাবাসী ও স্থানীয় প্রশাসন তাকে ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার জন্য বললে আলাল বুধবার সকাল থেকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবে বলে সকলকে জানান।

কিন্তু রাতের কোন একসময় বাড়ির পাশে আমগাছে মাফলার পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।
খবর পেয়ে শিবগঞ্জ থানা পুলিশ বুধবার সকালে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে।
শিবগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) মো. আতিকুল ইসলাম জানান, ধারণা করা হচ্ছে আতঙ্কিত হয়ে রাতের কোন একসময় তিনি আত্মহত্যা করেন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

নারায়ণগঞ্জে করোনায় আক্রান্ত ৪৯৯, মৃত্যু ৩৫

নারায়ণগঞ্জ জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৭৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৯৯। আর করোনার থাবায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩৫ জন।

নারায়ণগঞ্জ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ বুধবার সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

এ যাবত মোট নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৪০৬ জনের। আক্রান্ত ৪৯৯জন। সুস্থ ১৬ জন। মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জনের। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

প্রস্রাবের সমস্যা নিয়ে রামেকে ভর্তি, পরে করোনা শনাক্ত!

জ্বর ও প্রসাবের সমস্যার কথা বলে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এক বৃদ্ধের (৮০) করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে।

জানা যায়, রাজশাহীর বাঘা উপজেলার ৮০ বছর বয়সী ওই বৃদ্ধ শুক্রবার প্রথমে হাসপাতালের আউটডোর ইউনিটে চিকিৎসার জন্য আসেন। জ্বর ও প্রসাবের সমস্যার কথা বলায় তাকে হাসপাতালের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে তাকে ভর্তি করা হয়। শারীরিক সমস্যা অনুযায়ী তাকে সেখানে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

তবে পরে তাকে এক্স-রে করানো হলে করোনার কিছু উপসর্গ দেখতে পান চিকিৎসকরা। করোনা আক্রান্ত সন্দেহ হওয়ায় সাধারণ ওয়ার্ড থেকে করোনা ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয় তাকে। সোমবার (২০ এপ্রিল) তার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করলে তার শরীরে করোনা শনাক্ত হয়। সাধারণ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালের চিকিৎসক-নার্স ও অন্য রোগীসহ অনেকেই তার সংস্পর্শে আসেন। নমুনা পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর হাসপাতালে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এবার ওই রোগীর স্ত্রী ও ছেলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

মঙ্গলবার হাসপাতালে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বলা হয়, ১৭ এপ্রিল ওই রোগী জ্বর ও প্রস্রাবের সমস্যার কথা বলে হাসপাতালে এলে তাকে ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। তিনি করোনা আক্রান্ত তা বুঝতে আমাদের দেরি হয়ে যায়। কারণ তিনি রাজশাহীর বাইরে থেকে এসেছেন বা বাইরে থেকে আসা কারও সংস্পর্শে গিয়েছেন এমন কোনো তথ্য ভর্তির সময় তিনি আমাদের জানাননি। তিনি জ্বর ও প্রস্রাবের সমস্যার কথা বলে ভর্তি হয়েছিলেন। সেভাবেই তার চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। তবে তার এক্স-রে করার পর করোনার উপসর্গ কিছুটা বোঝা যায়। পরে তাকে করোনা ওয়ার্ডে পাঠানোর পর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করলে করোনা শনাক্ত হয়।

ডা. আজাদ আরও বলেন, এই রোগীর চিকিৎসা শুরু হয়েছে। তিনি এখন পর্যন্ত ভালো আছেন। সংক্রমক ব্যাধি হাসপাতালে তার স্ত্রী এবং ছেলেও রয়েছেন। তাদের আজ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা হবে তাদের অবস্থা। এছাড়াও সংক্রমক ব্যাধি হাসপাতালে আরও যে ৯ জন ভর্তি রয়েছেন তারা সুস্থ আছেন। তাদের নমুনায় করোনা পাওয়া যায়নি।

এদিকে ওই রোগীর সংস্পর্শে আসা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক-নার্সসহ কমপক্ষে ৪০ জনকে কোয়ারেন্টিনে নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। তবে এর সংখ্যা উল্লেখ করেননি রামেক হাসপাতালের উপ-পরিচালক সাইফুল ইসলাম।

তিনি বলেন, ওই রোগী সাধারণ ওয়ার্ডে থাকায় অনেকেই তার সংস্পর্শে এসেছেন। যারা তার সংস্পর্শে এসেছেন তাদের প্রত্যেককে কোয়ারেন্টিনে রাখার প্রক্রিয়া চলছে। আমরা খোঁজ-খবর নিয়ে দেখছি। যারাই সংস্পর্শে এসেছেন সবাইকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে একজনের করোনা সনাক্ত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে একজনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। তিনি একটি এনজিও কর্মী বলে জানা গেছে। উপজেলা প্রশাসন তার ভাড়াবাড়িটি লকডাউনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই প্রথম মেহেরপুরে কোন ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন।

আজ বুধবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো:উসমান গনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, তিনি বল্লভপুরের একটি বাসায় ভাড়া থাকেন। তিনি একজন পুরুষ। তার বয়স আনুমানিক ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ বুধবার সকালে ৫জনের ফলাফল এসেছে। তার মধ্যে একজনের ফলাফল পজেটিভ এসেছে। বাড়িটি লকডাউন করা হবে। একই সঙ্গে তিনি মেহেরপুর বাসীকে ঘর থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

বিস্তারিত আসছে…

দেশে করোনায় আরও ৯ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৪৩৪

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এই সময়ে নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন আরও ৪৩৪ জন।

এ নিয়ে দেশে করোনায় মোট ১১০ জনের মৃত্যু ও ৩ হাজার ৩৮২ জন আক্রান্ত হলেন।

এছাড়া নতুন করে সুস্থ হয়েছেন আরও ২ জন। এ নিয়ে মোট ৮৭ জন করোনা রোগী সুস্থ হলেন।

মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার পর অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় তিন হাজার ১২৮ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে দুই হাজার ৭৭৯ জনের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪৩৪ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে।

ডা. নাসিমা আরও বলেন, নতুন মৃত ৯ জনের মধ্যে পুরুষ পাঁচজন এবং নারী চারজন। মৃতদের মধ্যে তিন জনের

বয়স ৬০ বছরের বেশি, ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে তিনজন এবং ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে তিনজন রয়েছেন।

এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছে দুজন। এ পর্যন্ত ৮৭ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন বলে জানান তিনি।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে ‘কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

রাজধানীর যেসব এলাকায় দ্রুতগতিতে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ

দেশে বেড়েই চলেছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যা। বাংলাদেশে সোমবার একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৪৯২) করোনাভাইরাস সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। যার ফলে স্বাভাবিকভাবে নতুন করে আরও কিছু এলাকায় ঝুঁকি বেড়েছে।

২০ এপ্রিলের হিসাব অনুযায়ী পুরাতন ঢাকার অনেক এলাকায় অন্য যেকোনও এলাকার তুলনায় সংক্রমণ বেশি।

যেমন- আজিমপুরে ১৫ জন শনাক্ত হয়েছেন ইতোমধ্যে। বাবুবাজারে সংখ্যাটা ১১।
বংশালে ৩১জন শনাক্ত হয়েছেন, চকবাজারে ১৯ ও গেন্ডারিয়ায় ২১ জন।

যাত্রাবাড়িতে সংক্রমণ ধরা পড়েছে ৩৩ জনের মধ্যে। এছাড়া লালবাগে সংক্রমণ ধরা পড়েছে ৩১ জনের মধ্যে।

সুত্রাপুরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে ১২ জনের মধ্যে। ওয়ারীতে এই সংখ্যা ৩০।

শাখারীবাজারে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে ১৮ জনের মধ্যে।

অন্য এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ হয়েছে মোহাম্মদপুরে ৩৮ জন।

পুরো মিরপুর এলাকায় ৭০ জনের মধ্যে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে, যার মধ্যে মিরপুর ১৪ তেই ২১ ও টোলারবাগে ১৯ জন।

এছাড়া ধানমন্ডিতে ২৩, বাসাবোয় ১৯, মহাখালীতে ১৪, মগবাজারে ১৬, রাজারবাগে ২৮, উত্তরায় ২৩ ও শাহবাগে ১১ জন করোনারোগী শনাক্ত হয়েছে। সূত্র: বিবিসি বাংলা